⊙ Account for the causes of origin of different types of rural settlements. Discuss the functions of rural settlements.

→ গ্রামীন বসতির বিন্যাস বলতে বোঝায় বসতিগুলির পারস্পরিক অবস্থানের ভিত্তিতে উৎপন্ন নকশা। বিন্যাসের উপর নির্ভর করে গ্রামীন বসতিকে গোষ্ঠীবদ্ধ, বিচ্ছিন্ন, দন্ডাকার, রৈখিক প্রভৃতি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

গ্রামীন বসতিকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা — (A) গোষ্ঠীবদ্ধ বা পিন্ডাকৃতি বসতি (B) বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন বসতি (C) সরলরৈখিক বা দন্ডাকৃতির বসতি।

(A) **গোষ্ঠীবদ্ধ বসতি (Compact settlements)**: মানুষ যখন নিজের প্রয়োজনে একসঙ্গে বসতি গড়ে তোলে বা যখন একই প্রাকৃতিক হ্যামলেট বা পাড়াগুলি বর্ধিত হয়ে সংঘবদ্ধ বসতিতে পরিনত হয়, তখন তাকে গোষ্ঠীবদ্ধ জনবসতি বলে। গোষ্ঠীবদ্ধ বসতি গড়ে উঠার কারন গুলি হল —

(a) **প্রাকৃতিক কারন**: নিম্নলিখিত প্রাকৃতিক কারনগুলির জন্যে গ্রামীন গোষ্ঠীবদ্ধ জনবসতি গড়ে ওঠে।

(i) **অবস্থান**: গ্রামীন বসতির বিন্যাস অবস্থানের উপর নির্ভর করে। যেমন — পার্বত্য অঞ্চলে খাড়া ঢাল যুক্ত এলাকায় পার্বত্য উপত্যকায় এ ধরনের বসতি গড়ে ওঠে।
যেমন: ইতালির পার্বত্য অঞ্চলের গ্রামীন বসতি, উষ্ণ মরু অঞ্চলের মরূদ্যানের নিকট বসতি ইত্যাদি।

(ii) **ভূ-প্রকৃতি ও মৃত্তিকা**: গোষ্ঠীবদ্ধ কৃষি গ্রাম গুলি নদী উপত্যকা সমতল ও উর্বর সমভূমি অঞ্চলে গড়ে উঠতে দেখা যায়। আবার মালভূমি অঞ্চলে সমতল পৃষ্ঠে, উপকূলীয় সমভূমিতে গোষ্ঠীবদ্ধ জনবসতি গড়ে ওঠে।
যেমন — গাঙ্গেয় - অববাহিকা

(iii) **ভৌম জলের অবস্থান**: যেসমস্ত অঞ্চলে জলের অভাব আছে সেখানে কোনো বিশেষ স্থানে নলকূপ, পুকুর প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠীবদ্ধ বসতি গড়ে ওঠে। প্রস্রবন সহ অন্যান্য জলের উৎস ও গোষ্ঠীবদ্ধ বসতি গড়ে তুলতে সাহায্য করে।
যেমন — ওয়েসিসের নিকটবর্তী গোষ্ঠীবদ্ধ বসতি।

Scanned with CamScanner

(ঘ) **উচ্চ ভূমির অবস্থান :** ~~অনেকক্ষেত্রে একই অঞ্চলে অবস্থিত অঞ্চল পরিস্থিতি সমূহ~~ ভূ-পৃষ্ঠের যে সব অঞ্চল বন্যাপ্রবণ সেখানে উঁচু ভূমিতে বিশেষত নদী উপত্যকার উঁচু পাড়ে সেখানে সহজে বন্যার জল পৌঁছাতে পারে না সেই সব শুষ্ক ও উচ্চ ভূমিতে দলে দলে লোক বসতি স্থাপন করে। এভাবে নদীর উঁচু পাড়ে শুষ্ক বিন্দু বরাবর গোষ্ঠীবদ্ধ বসতি গড়ে ওঠে।

যেমন : গঙ্গা নদীর প্লাবন সমভূমিতে গোষ্ঠীবদ্ধ বসতি গড়ে উঠেছে।

(চ) **সামাজিক কারন :**

(i) **নিরাপত্তা :** নিরাপত্তার কারনে মানুষ সংঘবদ্ধভাবে বসতি গড়ে তোলে, যে সমস্ত অঞ্চলে প্রায়ই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লেগে থাকে, দস্যুরা হানা দেয়, বন্যজন্তুর আক্রমনের সম্ভাবনা থাকে, সেই সমস্ত অঞ্চলে মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ বসতি গড়ে তোলে। প্রাচীনকালে এই ধরনের জন

বসতির চারপাশে পরিখা, নালা, প্রাচীর ইত্যাদি নির্মান আত্মরক্ষার প্রয়োজনকেই প্রমান করে।
যেমন : মধ্যভারতের কিছু প্রাচীন বসতি।

(ii) **জাতিগত বৈশিষ্ট্য :** একই জাতি বা সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা একই জায়গায় বসবাসের মাধ্যমে ভাবের আদানপ্রদান করতে চায়। তাই একই জাতির লোকজন একই জায়গায় সংঘবদ্ধভাবে বসতি স্থাপন করতে চায়।

যেমন — পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগুলিতে এ ধরনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

(iii) **সামাজিক ও অর্থনৈতিক বন্ধন :** আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় মানুষ একে অন্যের উপর নির্ভরশীল কৃষিতে পারস্পরিক সহযোগিতা থেকে বিভিন্ন ব্যক্তির (গোয়ালা, ধোপা, নাপিত, কুমোর, পুরোহিত) থেকে বিভিন্ন সুবিধার উদ্দেশ্যে তথাপি সামাজিক রীতিনীতি পালন (উৎসব), অবসর সময়ের একাকীত্ব দূর করতে মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ বসতি গড়ে তোলে।

(ছ) **ধর্মীয় কারন :** ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্মাচরন, রীতিনীতির প্রভাবে বা কোনো বড় মন্দির, মসজিদ বা উপাসনা স্থানকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠীবদ্ধ বসতি গড়ে ওঠে। যেমন — বিন্ধ্যাচল, চিত্রকূট, পুষ্কর

(4) **প্রশাসনিক কারন:** রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে কোনো কোনো গ্রাম গোষ্ঠী বদ্ধভাবে গড়ে উঠতে পারে। যেমন — ব্রিটিশ আমলে ইন্দোরের মানপুর

B. **বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত বসতি:** অবস্থানগত বৈশিষ্ট্যের কারনে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করা হয়। বিক্ষিপ্ত বসতি বা dispersed settlement বলতে অধিবসতি ছড়ানো ছিটানো থাকা বসতি কে বোঝায়। অন্যদিকে Isolated বা বিচ্ছিন্ন বসতি বলতে এমন সব বসতিকে বোঝায় যা কোনো বসতি থেকে বহু দূরে অবস্থিত হয়। এই ধরনের বসতি গড়ে ওঠার কারন গুলি হল —

(a) **প্রাকৃতিক কারন:**

(i) **ভূমির বন্ধুরতা:** অধিকাংশ বিক্ষিপ্ত বসতি বন্ধুর পার্বত্য অঞ্চলে গড়ে উঠতে দেখা যায় যেখানে কৃষিকাজ, পরিবহন, যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সমতলভূমির অভাবে বিক্ষিপ্ত সুবিধাযুক্ত স্থানে জ গড়ে ওঠে।

যেমন: মধ্যভারতের মালওয়া অঞ্চলে চ্যাপো উপজাতি নদীর তীর বরাবর, পাহাড়ের ঢালে যেখানেই উর্বর জমি পাওয়া যায় সেখানেই বিক্ষিপ্ত বসতি গড়ে ওঠে।

(ii) **জলবায়ু:** উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল, রুক্ষ মরুভূমি অঞ্চল, হিমশীতল তুন্দ্রা অঞ্চলে প্রতিকূল জলবায়ু ~~ক~~ ও কৃষির অনুপোযুক্ততার কারনে বিক্ষিপ্ত বসতি গড়ে ওঠে।

(iii) **ভৌমজলের সহজলভ্যতা:** যেসব অঞ্চলে প্রায় সর্বত্রই জল পাওয়া যায়, যেসব অঞ্চলে পানীয় জল বা সেচের জন্য গভীর কূপ খননের প্রয়োজন হয় না সেসব অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত বসতি গড়ে ওঠে।

যেমন — হরিয়ানার হিসার জেলার বিস্তীর্ণ কৃষিভূমিতে বিক্ষিপ্ত বসতি গড়ে ওঠে।

(iv) **মৃত্তিকা:** উর্বর বা অনুর্বর উভয় প্রকার মৃত্তিকাতেই বিক্ষিপ্ত বসতি গড়ে উঠতে দেখা যায়। অনুর্বর মৃত্তিকায় প্রতি একক জমিতে খাদ্য উৎপাদন কম হয়, ফলে কৃষি ~~উৎপাদ~~ জমিতে বিক্ষিপ্ত জনবসতি গড়ে ওঠে। আবার বিস্তীর্ণ উর্বর কৃষিজমিতে যেখানে মানুষ-জমি অনুপাত কম সেখানে ব্যাপক পদ্ধতিতে চাষবাস হয় এবং বিক্ষিপ্ত জনবসতি গড়ে ওঠে।

যেমন — কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

Scanned with CamScanner

(চ) আর্থ- সামাজিক কারন ঃ

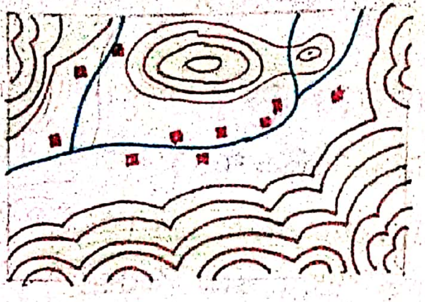

(i) কৃষিজমির প্রকৃতি ঃ কৃষি জমি যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হয় তাহলে অনুন্নত দেশের দরিদ্র, অশিক্ষিত ও অদক্ষ ~~কৃষি শ্রমিকেরা~~ কৃষকেরা উন্নত ও আধুনিক কৃষিপদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে না তাই জমিতে নিবিড়ভাবে চাষের জন্য জমিতেই বিক্ষিপ্তভাবে বসতি গড়ে তোলা হয়।

(ii) জাতিভেদ ঃ অনেকক্ষেত্রে নীচু জাতি, তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতির মানুষেরা গ্রাম থেকে দূরে বা গ্রামের প্রান্তে বিচ্ছিন্ন ভাবে বসতি স্থাপন করে।

(iii) শান্তি ও নিরাপত্তা ঃ দীর্ঘদিন কোনো অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকলে সেখানে বিক্ষিপ্ত বসতি গড়ে ওঠে।

(iv) পশুচারন ও যাযাবর বৃত্তি ঃ পৃথিবীর যে সমস্ত অঞ্চলে পশুচারন ও যাযাবর বৃত্তি লক্ষ্য করা যায় সেখানে বিক্ষিপ্ত বসতি গড়ে ওঠে।

যেমন — স্টেপ, প্রেইরি ইত্যাদী তৃণভূমিতে হিমালয়ের গদ্দি অঞ্চলে ও রাজস্থানের বানজারাদের মধ্যে এ ধরনের বসতি লক্ষ্য করা যায়।

c. দন্ডাকৃতি বা রৈখিক বসতি ঃ রৈখিক বসতি গড়ে ওঠার কারনগুলি হল —

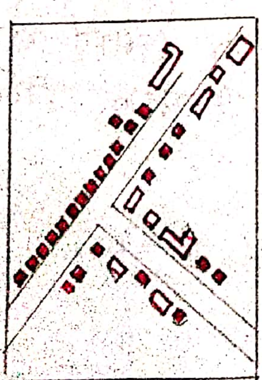

(i) নদীর তীরবর্তী অঞ্চল বা উপকূল বরাবর যাতায়াতের সুবিধা, জলসরবরাহ ইত্যাদী কারনে রৈখিক বসতি গড়ে ওঠে।

(ii) যাতায়াত ও অন্যান্য সুবিধার জন্য রেললাইন বা জাতীয় সড়ক বা বানিজ্য পথ বরাবর রৈখিক বসতি গড়ে ওঠে।

(iii) বন্যাকবলিত অঞ্চলে রাস্তা উঁচু করে তার দুই পাশে ঘরবাড়ি রৈখিক আকারে তৈরী করা হয়। যেমন— মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ার সীমান্তবর্তী কালান্তর অঞ্চল

(iv) উত্তর-পূর্ব ভারতের নাগা, মিজো উপজাতির এরা লাইনে অবস্থিত বাড়িতে বসবাস করে।

(v) বনভূমির সীমানাতে অনেকক্ষেত্রে সারিবদ্ধ ভাবে রৈখিক বসতি গড়ে ওঠে।

Scanned with CamScanner

~~গ্রামীন বসতির কর্মধারা :~~

Classify rural settlements on the basis of their functions and indicate with examples how the functions effect their location.

→ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত গ্রামীন বসতির মানুষের মধ্যে প্রাথমিক অর্থনৈতিক কার্যকলাপ লক্ষ্য করা যায়। মানুষের জীবিকার প্রাধান্য অনুযায়ী গ্রামীন বসতির শ্রেনীবিভাগ করা হয়। গ্রামীন বসতিতে কর্মধারার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়, যথা –

(A) কৃষিভিত্তিক গ্রাম : গ্রামীন বসতির প্রধান কর্মধারা হল কৃষিকাজ। যে গ্রামের মানুষের অর্থনীতি প্রধানত কৃষির উপর নির্ভরশীল সেই গ্রামকে কৃষিভিত্তিক গ্রাম বলে।

• **বৈশিষ্ট্য :** অনুকূল জলবায়ু অঞ্চলে উর্বর মৃত্তিকায় উন্নত কৃষি ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এরূপ পরিবেশে সাধারনত গোষ্ঠীবদ্ধ বা রৈখিক বসতি গড়ে ওঠে। এরূপ ~~কৃ~~ গোষ্ঠীবদ্ধ গ্রামগুলি বিস্তীর্ন কৃষি ক্ষেত্রের মাঝে বহু সংখ্যক বাড়ি, ধর্মীয় স্থান, দোকান রাস্তাঘাট নিয়ে গঠিত হয়। অন্য দিকে পার্বত্য অঞ্চলে সংকীর্ন উপত্যকায় অবস্থিত গ্রাম গুলি সাধারনত রৈখিক হয়।

• **উদাহরন :** ভারতের গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে সমতল কৃষি জমির আশে পাশে গ্রামের অবস্থান দেখা যায়।

(B) মৎস্যশিকার-ভিত্তিক গ্রাম : যে গ্রামের অধিবাসীরা প্রধানত মৎস্যশিকারকে কেন্দ্র করে জীবিকা নির্বাহ করে, সেই গ্রামকে মৎস্য-শিকারভিত্তিক গ্রাম বলে।

• **বৈশিষ্ট্য :** জীবিকার প্রয়োজনে মৎস্যজীবিরা জলভাগের (সমুদ্র, উপকূল, নদী, হ্রদ, অন্যান্য জলাশয়) কাছে তাদের গ্রাম গড়ে তোলে। স্থানীয় ভূ-প্রকৃতির উপর নির্ভর করে রৈখিক বৃত্তাকার, অর্ধবৃত্তাকার ইত্যাদি প্রকৃতির হতে পারে।

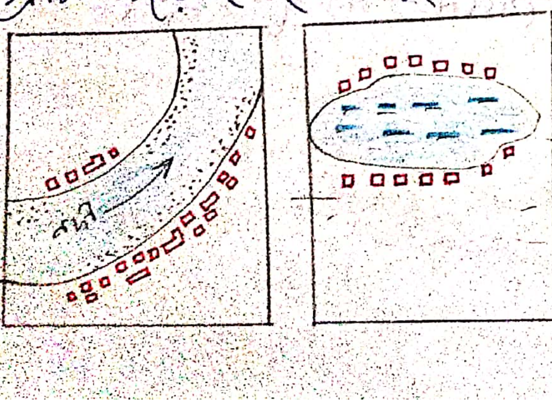

যে সমস্ত অঞ্চলে মৎস্য চাষ জীবনধারনভিত্তিক সেই সকল স্থানে মাছের যোগানের উপর নির্ভর করে বসতির স্থায়িত্ব। এই ধরনের বসতি

গুলি খুব ছোট ও বিক্ষিপ্ত প্রকৃতির হয়। মাছের যোগান কমে গেলে মৎস্যজীবীরা ঐ স্থান ত্যাগ করে। পদ্মার মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া জলঙ্গী, চূর্ণী, ইছামতী প্রভৃতি নদীগুলিতে মাছের যোগান তেমন না থাকায় নদী তীরবর্তী অঞ্চলের মৎস্য গ্রামগুলি পরিত্যক্ত হয়েছে। সমুদ্র ও উপকূলবর্তী অঞ্চলে মৎস্য আহরণকে ভিত্তি করে গোষ্ঠীবদ্ধ যৌথিক বসতি গড়ে ওঠে। কৃষিকাজের সাথে অনেক সময় উপজীবিকা হিসাবে মৎস্য চাষ করা হয়। অভ্যন্তরে মাছের ভেড়ি গুলিকে কেন্দ্র করে জনবসতি গড়ে উঠতে দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে এরূপ গড়ে ওঠা জনবসতিগুলি গোষ্ঠীবদ্ধ প্রকৃতির হয়।

• উদাহরণ : মেদিনীপুর জেলার কাঁথির কাছাকাছি বঙ্গোপসাগরের তীরে জুনপুট একটি মৎস্যশিকারভিত্তিক গ্রাম। ওড়িশায় চিলকা হ্রদের উত্তর তীরবর্তী উপকূলে বালুগাঁও একটি মৎস্য শিকার গ্রাম।

ⓒ **বনভূমিভিত্তিক গ্রাম** : যে গ্রামের জীবিকা বনভূমির উপর নির্ভরশীল সেই গ্রামকে বনভূমিভিত্তিক গ্রাম বলে।

• বৈশিষ্ট্য : বনাঞ্চলের মধ্যে বা বনের কোন সীমায় বনবাসীরা ছোট ছোট গ্রাম গড়ে তোলে এবং তারা বিভিন্ন বনজ সম্পদের উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। বনভূমির মধ্যে সামান্য খোলা জায়গায় অবস্থিত গ্রামগুলি সবুজ গ্রাম নামে পরিচিত। এই সমস্ত গ্রামের লোকদের জীবিকা কৃষিকার্য হলেও উপজীবিকা হিসাবে তারা বনজ সম্পদ সংগ্রহ করেন। যেমন — লাক্ষা, কাঠ, মোম মধু, ইত্যাদি।

• উদাহরণ : সুন্দরবন, উত্তরবঙ্গ, আসাম, তরাই অঞ্চলে বনভূমিভিত্তিক বিক্ষিপ্ত বসতি গড়ে উঠেছে। কাষ্ঠ শিল্পে উন্নত দেশগুলিতে কাষ্ঠ চেরাই ও আহরণকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠীবদ্ধ বসতি গড়ে উঠতে দেখা যায়। যেমন — নরওয়ে, সুইডেন, কানাডা ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

D) খনিজ ভিত্তিক গ্রাম : সাধারণত খনি গুলিকে কেন্দ্র করে খনিজ গ্রাম গড়ে ওঠে।

• **বৈশিষ্ট্য :** এই সব গ্রামের অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা খনি থেকে খনিজ দ্রব্য উত্তোলন করা, অনেক সময় বড়ো বড়ো খনিগুলির পাশে খনি শ্রমিকদের বসবাসের জন্য পরিকল্পিত কলোনি বা গ্রাম গড়ে তোলা হয়। তবে এই ধরনের গ্রাম প্রাচীনকালেই বেশি গড়ে উঠেছিল। বর্তমানে খনিজ সম্পদ সংগ্রহ আর প্রাথমিক অর্থনৈতিক কাজের অঙ্গ নয়, তাই বর্তমান এই ধরনের গ্রামের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে।

• **উদাহরণ :** ওড়িশার বোলানি হল খনিজ ভিত্তিক গ্রাম, সিংভূম জেলার ~~[illegible]~~ মেঘাতুবুরু একটি পরিকল্পিত খনিজ কলোনি হিসাবে গড়ে উঠেছে।

E) পশুপালন গ্রাম : পশুপালন ও পশুচারণকে কেন্দ্র করে তৃণভূমি অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত ধরনের গ্রামীণ বসতি গড়ে ওঠে। পশুপালন গ্রামের অধিবাসীরা সাধারণত পশুপালনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করলেও বছরের একটি নির্দিষ্ট ঋতুতে চাষবাস ও করে থাকে। তৃণভূমি, মরুভূমি ও পার্বত্য অঞ্চলে সাধারণত পশুপালন গ্রাম গড়ে ওঠে।

• **বৈশিষ্ট্য :** এই ধরনের গ্রামগুলি স্থায়ী বা অস্থায়ী উভয়ই হতে পারে। যেসব অঞ্চলে সারাবছর পশুখাদ্য পাওয়া যায় সেসব অঞ্চলে স্থায়ী পশুপালন গ্রাম গড়ে ওঠে। অন্যদিকে ঋতুনির্ভর তৃণভূমি অঞ্চলে এবং স্বল্প ~~মরুপ্রায়~~ উদ্ভিদযুক্ত মরুপ্রায় অঞ্চলে পশুখাদ্যের সন্ধানে অধিবাসীদের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতে হয় বলে তাদের বসতি সাধারণত অস্থায়ী হয়। শীতল ও বন্ধুর পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা যাযাবরী পশুপালন করে। গ্রীষ্মকালে তারা পশুর দল নিয়ে পাহাড়ের উপরে অবস্থিত চারণভূমিতে চলে যায় এবং শীতকালে তারা নীচের স্থায়ী বসতিতে ফিরে এসে কৃষিকাজে নিযুক্ত হয়। তাই গ্রীষ্মকালীন বসতিগুলি হয় অস্থায়ী ও ~~শীতকালীন~~ ছোটো এবং শীতকালীন বসতিগুলি হয় বড়ো ও সংঘবদ্ধ।

Scanned with CamScanner

• উদাহরণ : পশ্চিম হিমালয়ের গাদ্দি উপজাতি গ্রীষ্মকালে পশুচারণ করে ও অস্থায়ী বসতিতে বাস করে এবং শীতকালে স্থানভিত্তিক কৃষিকাজ করে ও স্থায়ী বসতিতে বাস করে, অন্যদিকে রাজস্থানের বানজারা উপজাতির মানুষেরা সবসময় পশুপাল নিয়ে যাযাবর রূপে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়ায় এবং অস্থায়ী বসতিতে বাস করে।

(F) **পরিষেবা গ্রাম** : অনেকসময় কোনো কোনো গ্রাম পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির পরিষেবা কেন্দ্ররূপে গড়ে ওঠে। এই ধরনের গ্রামে BDO office, থানা, হাসপাতাল, প্রশাসনিক ভবন, বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে ওঠে যেখান থেকে বিভিন্ন রকম অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক পরিষেবা পাওয়া যায়। এই গ্রামগুলি আকারে বড় ও গোষ্ঠীবদ্ধ প্রকৃতির হয়।

(G) **বাজারভিত্তিক গ্রাম** : এইসব গ্রামের কেন্দ্রস্থলে একটি দৈনিক বাজার বা সাপ্তাহিক হাট থাকে। যেসমস্ত অঞ্চলে প্রচুর কৃষিজ সম্পদ উৎপাদন হয়, তাদের কেন্দ্রস্থলে বাজারভিত্তিক গ্রাম গড়ে ওঠে। এই সমস্ত গ্রাম সাধারণত জলপথ, রেলপথ বা সড়কপথের মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে যুক্ত থাকে।

(H) **পরিবহন গ্রাম** : এই ধরনের বসতিগুলি অনেক সময় পরিবহনের কেন্দ্র রূপে অবস্থান করে। পরিবহন গ্রামগুলি সাধারণত রেলপথ ও সড়ক পথের সংযোগ স্থলে, সড়কপথ সড়ক পথের সংযোগ স্থলে বা রেল পথ ও জলপথের অথবা সড়কপথ ও জলপথের সংযোগস্থলে অর্থাৎ যেখানে পণ্যদ্রব্য পরিবহনের একটি মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয় সেই অঞ্চলে গড়ে ওঠে। এই গ্রামের অধিকাংশ মানুষই পরিবহন সংক্রান্ত কাজের সাথে যুক্ত থাকে এবং এই জনবসতি নক্ষত্রাকৃতি বা রৈখিক আকৃতির হয়ে থাকে।

Scanned with CamScanner

(I) শিল্পভিত্তিক গ্রাম: যেহেতু কৃষিকাজই গ্রামীন অর্থনীতির প্রধান অবলম্বন তাই কৃষিসম্পদকে কেন্দ্র করে অনেকসময় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে ওঠে। এই গ্রামের অধিবাসীরা নানারকম কুটির শিল্পজাত দ্রব্য (তাঁত শিল্প, মৃৎ শিল্প, হস্তশিল্প) তৈরী করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করেন।

• **উদাহরণ:** পশ্চিমবঙ্গের ধনেখালি; বেগমপুর; মুর্শিদাবাদের চক ইসলামপুর, তাঁত শিল্পের জন্য, পাঁচমুড়া মৃৎশিল্পের জন্য ও কাঞ্চননগর ধাতব শিল্পের জন্য বিখ্যাত।

(J) অন্যান্য গ্রাম: ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় কোনো স্থান ভ্রমণ কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠলে গ্রামে বসবাসকারী লোকজনে ভ্রমণার্থীদের জন্য বিভিন্ন সেবার পসরা নিয়ে গ্রাম গড়ে তোলে। যেমন — হোটেল বা সরাইখানা নির্মাণ, জলসত্র নির্মাণ ইত্যাদি।

উদাহরণ: মরুভূমির মধ্য দিয়ে প্রসারিত বানিজ্যপথের ধারে বনিকদের রাত্রিবাসের জন্য বসতি গড়ে উঠতে পারে। এরূপ গ্রাম্য বসতিকে 'ক্যারাভান সরাই' বলে।

Scanned with CamScanner

Distinguish between dispersed and linear type of Settlement.

সংজ্ঞাগত পার্থক্য :
পর্বত, মালভূমি, বন্ধুর ভূ-প্রকৃতিযুক্ত প্রতিকূল অঞ্চল, দুর্গম অরণ্য ইত্যাদী অসুবিধা জনক পরিস্থিতিতে মানুষ সঙ্ঘবদ্ধভাবে বসবাস করতে পারে না। তখন ঐ পরিবেশে যেটুকু সুযোগ সুবিধা আছে তার ভিত্তিতে মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসতি স্থাপন করে। এই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জনবসতিকে বিক্ষিপ্ত বসতি বলে।

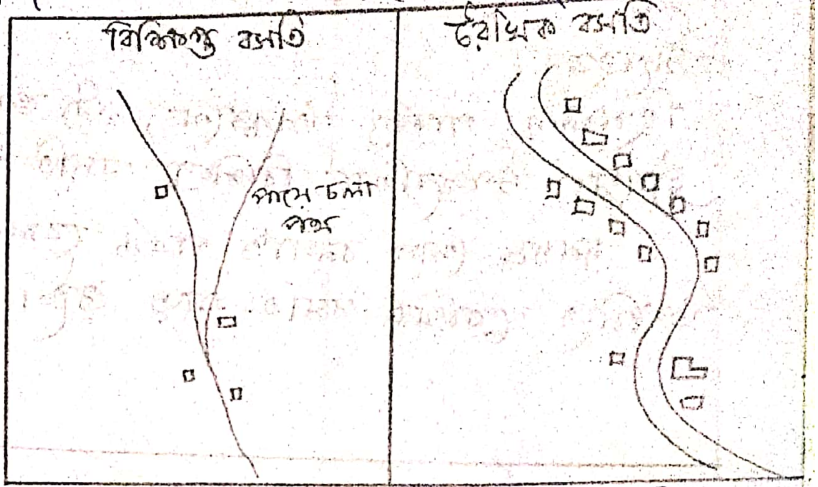

ভূ পৃষ্ঠের কোনো স্থানে নদী, খাল, সড়কপথ বা রেল পথের সমান্তরালে সারিবদ্ধভাবে যে বসতি গড়ে ওঠে তাকে সরলরৈখিক বসতি বলে।

যোগাযোগের তারতম্য :
বিক্ষিপ্ত বসতির ক্ষেত্রে বসতিগুলির মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব বেশি হয় ফলে বসবাসকারীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক তেমন থাকে না।
রৈখিক বসতিতে বসতিগুলির মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব কম হয় ফলে অধিবাসীদের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক যোগাযোগ বেশি থাকে।

অবস্থানগত পার্থক্য :
বিক্ষিপ্ত বসতি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গ্রামাঞ্চলে গড়ে ওঠে। রৈখিক বসতি গ্রামাঞ্চলে বা শহরাঞ্চলে উভয় জায়গাতেই গড়ে উঠতে পারে। তবে শহরাঞ্চলে রৈখিক বসতিগুলির ক্ষেত্রে পারস্পরিক দূরত্ব গ্রামাঞ্চলের রৈখিক বসতিগুলির তুলনায় কম হয়।

মাত্রাগত পার্থক্য :
বিক্ষিপ্ত জনবসতি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে উভয়েই কম হয়।
রৈখিক বসতির দৈর্ঘ্য বেশী হয় কিন্তু পার্শ্বীয় বিস্তার কম হয়।

Scanned with CamScanner

পরিবহনের তারতম্য :
বিক্ষিপ্ত বসতি গুলি একে অপারের থেকে দূরে গড়ে ওঠে ফলে পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত হয় না।
রৈখিক বসতির গুলি রেল বা সড়ক কিংবা নদীর মত যোগাযোগের মাধ্যম বরাবর গড়ে ওঠে ফলে বসতি গুলির মধ্যে পরিবহন অত্যন্ত উন্নতি প্রকৃতির।

উদাহরন :
হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে, মধ্য ভারতের মালভূমি অঞ্চলে উপজাতির বিক্ষিপ্ত বসতি গঠন করে বাস করে।
দমদম থেকে বনগাঁও পর্যন্ত রেললাইনের ধারে ধারে অসংখ্য রৈখিক বসতি গড়ে ওঠে।

Scanned with CamScanner

Distinguish between dispersed and nucleated settlement giving examples.

সংজ্ঞাগত পার্থক্য: ভূ-পৃষ্ঠের কোনো স্থানে কোনো সুযোগ সুবিধার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা কোনো বসতি যখন বাড়ি বাড়িতে সংবদ্ধ বসতিতে পরিণত হয় তখন সেই বসতিকে গোষ্ঠীবদ্ধ বসতি বলে। সাধারণত সমতল ভূ-প্রকৃতি, পর্যাপ্ত জলের যোগান, চাষবাসের জন্য উর্বর জমি প্রভৃতি অনুকূল অবস্থানের জন্য গোষ্ঠীবদ্ধ বসতি গড়ে ওঠে।

প্রতিকূল জলবায়ুতে, বন্ধুর ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলে, অরণ্যাঞ্চল, বিস্তীর্ণ তৃণভূমি ও বিস্তৃত কৃষিজমি অঞ্চলে ক্ষুদ্র পরিসরে কয়েকটি পরিবার একে অন্যের থেকে দূরে দূরে সম্পর্ক ও সংযোগহীন অবস্থায় যে বসতি নির্মাণ করে তাকে বিক্ষিপ্ত বসতি বলে।

বিস্তারগত তারতম্য:
বিক্ষিপ্ত বসতি ক্ষেত্রমানে অর্থাৎ বিস্তারে বেশ ছোট হয়।
গোষ্ঠীবদ্ধ বসতি ক্ষেত্রমানে বৃহৎ হয়ে থাকে। এছাড়া এককেন্দ্রিক, দ্বি-অনুকেন্দ্রিক অপেক্ষা বহুকেন্দ্রিক গোষ্ঠীবদ্ধ বসতির বিস্তার বৃহৎ হয়।

দূরত্বগত পার্থক্য:
বিক্ষিপ্ত বসতির ক্ষেত্রে বসতিগুলির পারস্পরিক দূরত্ব বেশি হয়।
গোষ্ঠীবদ্ধ বসতিতে বাড়িগুলি খুব কাছাকাছি অবস্থান করে।

সুযোগ সুবিধা গত পার্থক্য:
বিক্ষিপ্ত বসতি গুলিতে শিক্ষা চিকিৎসা ও অন্যান্য অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা কম থাকে,
গোষ্ঠীবদ্ধ বসতিগুলিতে বিভিন্ন প্রকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা অনেক বেশি

যোগাযোগ ব্যবস্থার পার্থক্য:
বিক্ষিপ্ত বসতিগুলিতে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা তেমন উন্নত হয় না।
গোষ্ঠীবদ্ধ বসতিতে যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা সাধারণত উন্নত হয়ে থাকে।

Scanned with CamScanner

অবস্থানগত তারতম্য:

গোষ্ঠীবদ্ধ বসতি গ্রামাঞ্চল বা শহরাঞ্চল উভয় জায়গাতেই গড়ে উঠতে পারে।

বিক্ষিপ্ত বসতি শুধুমাত্র গ্রামে গড়ে উঠতে দেখা যায়।

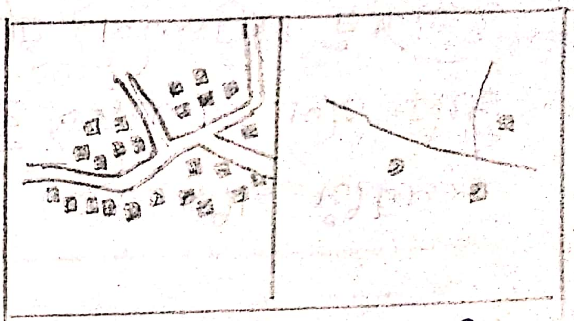

পারস্পরিক সম্পর্ক: বিক্ষিপ্ত বসতিতে অধিবাসীদের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক তেমনভাবে গড়ে ওঠে না।

গোষ্ঠীবদ্ধ বসতিতে অধিবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে।

উদাহরণ:

হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত জনবসতি গড়ে উঠেছে। ভারতের কৃষিপ্রধান গ্রামগুলিতে গোষ্ঠীবদ্ধবসতি গড়ে ওঠে।

Scanned with CamScanner